Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বয়স্কদের কুরআন ও দ্বীন শিক্ষার গুরুত্ব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শেখ তানজিনা ইসলাম দোলা

রোলঃ 227020413

২৭ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বয়স্কদের কুরআন ও দ্বীন শিক্ষার গুরুত্ব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শেখ তানজিনা ইসলাম দোলা

রোলঃ 227020413

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " বয়স্কদের কুরআন ও দ্বীন শিক্ষার গুরুত্ব" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে শেখ তানজিনা ইসলাম দোলা, আইডিঃ 227020413 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " বয়স্কদের কুরআন ও দ্বীন শিক্ষার গুরুত্ব" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

শেখ তানজিনা ইসলাম দোলা

আইডিঃ 227020413

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২৭ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

১. বয়স্কদের কুরআন ও দ্বীনি ইলম শেখার গুরুত্ব 5

২. দ্বীনী ইলম কি? কত প্রকার ও কি কি? 5

৩. দ্বীনী ইলম কেন শিখব? 5

৪. ইলম হাসিলের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত 7

৫. কতটুকু জ্ঞান অর্জন করা ফরজ: 16

৬. কেন কুরআন শিখব 18

৭. বয়স্করা কেন দ্বীন ও কুরআন শিখবে 20

৮. তথ্যসূত্র 22

বয়স্কদের কুরআন ও দ্বীনি ইলম শেখার গুরুত্ব

দ্বীনী ইলম কি? কত প্রকার ও কি কি?

আরবী ভাষায় (আরবি: علم, **"ইলম"**) শব্দটি দ্বারা **জ্ঞান, অনুধাবন** ও **উপলব্ধি করা** কে বোঝানো হয়।[১] বাংলা ভাষায় কখনো কখনো **এলেম** শব্দটি দ্বারাও একে বোঝানো হয়, যার অর্থ হল; জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা বা বিদ্যা[২] তবে ইসলামী পরিভাষায় শব্দটি দ্বারা প্রায়শই শুধুমাত্র 'ইসলামি জ্ঞান' কে বোঝানো হয়ে থাকে।

দ্বীনী ইলম কেন শিখব?

মানুষের জীবন পরিবর্তনশীল। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণে মানুষের জীবননদী নতুন বাঁক নেয়। পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে মনের মাঝে। তখন আমরা আবার নতুন করে ভাবতে শুরু করি । পিছনের জীবনের হিসাব নিই। অসংখ্য মানুষ এমন আছেন, যাদের জীবনের দীর্ঘ একটা সময় জাগতিক জ্ঞান অর্জন, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরি ইত্যাদিতে কেটে যায়। পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতার দরুন দ্বীনের মৌলিক জ্ঞানটুকুও অর্জন করার সুযোগ হয়ে ওঠে না। পারিবারিক অসচেতনতা, দ্বীন শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ না পাওয়া, কিংবা নিজের অবহেলা এক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান কারণ।

জীবনের দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়ার পর নিজের মাঝে নতুন উপলব্ধি জাগে। অতীত জীবনের উপর অনুশোচনা হয়। হয়ত কোনো আল্লাহওয়ালার সোহবতে কিংবা কোনো দ্বীনী মেহনতের বরকতে অথবা অন্য কোনো মাধ্যমে । তখন দ্বীনী ইলম না শেখার উপর আক্ষেপ হতে থাকে মনের গভীরে। এই উপলব্ধি, আক্ষেপ ও অনুশোচনা একটি ইতিবাচক দিক, যা ব্যক্তিকে নিজের জীবন নতুনভাবে গড়ার এবং আলোকিত পথের পথিক হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। ভেতরে প্রেরণা যোগায়। তবে অনেকের ক্ষেত্রে দুঃখজনক একটি বাস্তবতা হল, মনের ভেতর উপলব্ধি ও অনুশোচনা জাগলেও এর উপর ভিত্তি করে কোনো ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় না। দ্বীনী জীবন গঠনে যতটুকু উৎসাহ দেখা যায় দ্বীনী শিক্ষা অর্জনে ততটুকু উৎসাহ দেখা যায় না।

দ্বীনী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

এ পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলা মানুষকে সবচেয়ে সম্মানিত করে সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِیْۤ اٰدَمَ.

আমি বনী আদমকে সম্মানিত করেছি। -সূরা বনী ইসরাঈল (১৭) : ৭০

অন্যান্য প্রাণিজগত থেকে মানবজাতির রয়েছে স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য; যা মানুষকে মহিমান্বিত করে তুলেছে এবং অন্যান্যদের মাঝে বিশেষ মর্যাদা দান করেছে। অন্যান্য প্রাণি শুধু তাদের জীবন ও প্রাণ রক্ষার তাগিদে নিজের সমস্ত চেষ্টা ও শ্রম ব্যয় করে। জীবন ধারণের এ সহজাত বোধ ও প্রবণতাকে কেন্দ্র করে তাদের দিন-রাতের সমস্ত কর্ম আবর্তিত। তাদের জীবন থাকে নির্দিষ্ট স্বভাবের গণ্ডিতে বাঁধা। যার বৃত্ত থেকে কখনো তাদের উত্তরণ ঘটে না। কিন্তু মানুষ এর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কেবল জীবন ধারণ ও জীবন যাপন করাই মানুষের সৃষ্টির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নয়; বরং ইবাদাত তথা আল্লাহ তাআলার বন্দেগি করার জন্যই মানব জাতিকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। ইরশাদ হয়েছে-

وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِیَعْبُدُوْنِ.

আমি সৃষ্টি করেছি জিন্ন ও মানুষকে এজন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে। -সূরা যারিয়াত (৫১) : ৫৬

তাই আল্লাহর ইবাদত করা ও তাঁর হুকুম মেনে চলা মুমিন বান্দার মূল দায়িত্ব। আল্লাহ তাআলার হুকুম জীবনের সমস্ত অঙ্গন জুড়ে পরিব্যাপ্ত। ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন সবকিছুতেই রয়েছে আল্লাহ তাআলার হুকুম। একজন প্রকৃত মুমিন জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই আল্লাহর হুকুম লংঘন করে না। তাই কোন্ ক্ষেত্রে আল্লাহর কী আদেশ ও কী নিষেধ তা জানা একজন মুমিনের অবশ্যকর্তব্য। বুঝা গেল, দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা এমন কোনো ঐচ্ছিক বিষয় নয়, যা না শিখলেও হয়। বরং আমাদের সৃষ্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যই এ শিক্ষা আমাদের অর্জন করতে হবে। [৩]

আল্লাহর রহমত ও আধুনিক প্রযুক্তির কল্যানে আমরা বর্তমানে চাইলেই অনেক কিছু জানতে পারি, শিখতে পারি,সহজে ইন্টারনেট ব্যবহার করে, অনলাইন কোর্স করে নিজেদের ইসলাহের চেষ্টা করতে পারি।

কিন্তু বয়স্কদের মনে ও হয়তো ইচ্ছে আছে, আশা আছে, কিন্তু তারা প্রযুক্তির সাথে অভ্যস্থ নয় তাই অনেক টা আগের যুগের চিন্তা থেকে তারা বুঝে তারা যা শিখেছে সবটাই সঠিক ছিলো।আর কোন ইসলাহের দরকার নেই।

কিন্তু আল্লাহ দয়া করে মায়া করে আমাদের যেটুক বুঝার তৌফিক দিলেন,যার দ্বারা আমরা বুঝি আমাদের আাশেপাশের বয়স্কদের ইলমের দরকার, কুরআন সহীহ দরকার আমরা যেন আল্লাহ কাছে তাদের জন্য দুআ করি,চেষ্টা করি নিজেদের ও তাদের ইসলাহের।

তাদের নিকট পোঁছে দেই ইলমের নূরের কথা।

কুরআন ও হাদিসে বর্নিত আল্লাহ ও তার রসূলের কথা।

যেন তারাও আল্লাহ রহমতে সুযোগ পায় মৃত্যুর পূর্বে নিজের কে আল্লাহর অনুগত বান্দা বান্দী হওয়ার।আল্লাহ চাইলে আমরা কারো হিদায়াতের মাধ্যম হতে পারি তাই সেই ফিকির থেকে হলেও আমাদের এ বিষয় চিন্তা করে পদক্ষেপ নেয়া উচিত।

ইলম হাসিলের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত

তাসাব্বুত ও ইতকান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি গুণ। ইলমী অঙ্গনে তো বটেই, স্বাভাবিক জীবনাচারেও এই দুই বৈশিষ্ট্যের কোনো বিকল্প নেই। এই দুইটি ছাড়া কোনো কাজ সুষ্ঠু ও নিখুঁতভাবে করা সম্ভব নয়।

ইতকান অর্থ কোনো কাজ সুচারুরূপে ও নিখুঁতভাবে সম্পাদন করা। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে-

إِنّ اللهَ يُحِبّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ.

(وفي إسناده "مصعب بن ثابت"، قال في "التقريب":"لين الحديث وكان عابدا"، ولحديثه هذا شواهد).

আল্লাহ তাআলা ভালবাসেন- তোমাদের কেউ যখন কোনো কাজ করে, সে যেন তা নিখুঁতভাবে করে। [8]

আর তাসাব্বুত (تثبُّت) মানে তাড়াহুড়ো না করা, ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা, ধৈর্য ও সতর্কতার সঙ্গে সঠিক বিষয় পর্যন্ত পৌঁছা এবং দৃঢ়তার সঙ্গে সঠিক বিষয়ের উপর অবিচল থাকা।

تثبُّت -এর কাছাকাছি প্রতিশব্দ تبيُّن। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে-

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا...

হে মুমিনগণ! তোমরা যখন আল্লাহর পথে সফর করবে তখন যাচাই-বাছাই করে দেখবে...। -সূরা নিসা (৪) : ৯৪

কোনো কেরাতে تَبَيَّنُوا -এর জায়গায় تَثَبَّتُوا আছে। ইমাম আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে উমর ইবনে ইবরাহীম কুরতুবী (৬৫৬ হি.) রাহ. বলেন -

فَتَبَيَّنُوا: من البيان، وتثبتوا: من التثبت. القراءتان في السبع، وتفيد أن: وجوب التوقف والتبين عند إرادة الأفعال إلى أن يتضح الحق، ويرتفع الإشكال.

অর্থাৎ تثبُّت ও تبيُّن উভয়টি দ্বারা উদ্দেশ্য হল, কোনো কাজ করার আগে অনুসন্ধান করা এবং যাচাই করা, যাতে সঠিক বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় এবং সন্দেহ-সংশয় দূরীভূত হয়ে যায়। এটা শরীয়তের আবশ্যকীয় বিধান। (আলমুফহিম লিমা আশকালা মিন তালখীসি কিতাবি মুসলিম, আবুল আব্বাস কুরতুবী, খ. ০৭, পৃ. ৩৩৮) (ইনি প্রসিদ্ধ মুফাসসির ইমাম কুরতুবী নন। তাঁর নাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে আবু বকর কুরতুবী। ওফাত ৬৭১ হিজরী। তিনি আবুল আব্বাস কুরতুবীর শাগরিদ।)

তাসাব্বুত ও ইতকানের প্রতি গুরুত্ব দিতে গিয়ে আসাতিযায়ে কেরাম আমাদের বলে থাকেন-

لفظ را تحقيق خوانى تاشوى مرد كمال

এটি দুটি শে‘রের শেষ মিছরা-

علم را هرگز نيابى تا ندارى شش خصال
حرص كوتاه فهم كامل جمع خاطر كل حال.
خدمت استاد بايد ہم سبق خوانى مدام
لفظ را تحقيق خوانى تا شوى مرد كمال.

ছয়টি গুণ অর্জন ব্যতীত কিছুতেই ইলম হাসিল করতে পারবে না। (দুনিয়ার প্রতি) লোভ সংবরণ, পরিপূর্ণ বুঝ ও সদা মনোযোগ।

উস্তাযের খেদমত করা, সেইসঙ্গে নিয়মিত সবক ইয়াদ করা এবং প্রতিটি শব্দ তাহকীকের সঙ্গে পড়া। তাহলেই তুমি যোগ্য (আলেম) হতে পারবে।

যাহোক তাসাব্বুত ও ইতকান অত্যন্ত ব্যাপক বিষয়। বয়স, মেধা, যোগ্যতা ও স্তর অনুযায়ী সবার জন্যই তা জরুরি। বয়স কম বা নিচের জামাতে পড়ে বলে তার জন্য এটা জরুরি নয়- বিষয়টি এমন নয়। সবার জন্যই জরুরি। বরং তার জন্য তো আরো বেশি জরুরি। কারণ ছোট বয়সে অভ্যাস হয়ে গেলে বড় হওয়ার পর তা পালন করা ও রক্ষা করা সহজ হয়ে যায়। সুতরাং এখনো যারা ছোট তাদের অলসতা না করে এখন থেকেই তাসাব্বুত ও ইতকানের মেহনত শুরু করে দেয়া উচিত। তাই তারা কয়েকটি কাজ করতে পারে-

১. শুদ্ধ ভাষায় কথা বলার অভ্যাস গড়ে তোলা। (অবশ্য পিতা-মাতা ও আসাতিযার সঙ্গে তাদের ভাষায় কথা বলা মুনাসিব)

২. যেটাই পড়বে বা মুখস্থ করবে, ভালোভাবে করবে। বুঝে পড়বে। পড়ায় যেন কোনো অস্পষ্টতা না থাকে।

৩. শব্দের সঠিক উচ্চারণের প্রতি যত্নবান হতে হবে। সঠিক উচ্চারণের জন্য হরফকে ঠিক তার মাখরাজ থেকে আদায় করতে হবে এবং শব্দের মধ্যে যেন হরকত ও ইরাবের কোনো ভুল না থাকে সেদিকে সজাগ থাকতে হবে। বিশেষত নামের যবতের ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। (যেমন, ইবনে হাব্বান, নাকি ইবনে হিব্বান) এ ব্যাপারে অনেকের মাঝে উদাসীনতা দেখা যায়, যা একদম অনুচিত। প্রথমবার পড়ার সময়েই যদি সঠিক যবতটা জেনে নিই তাহলে সারাজীবনের জন্য আমার উচ্চারণ শুদ্ধ হয়ে গেল। নতুবা দেখা যাবে, জীবনভর ভুল উচ্চারণ করে যাচ্ছি অথচ আমার কোনো খবর নেই।

সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. সন্তানদের কথায় ভুল হলে শাসন করতেন। উমর রা. সম্পর্কে বর্ণিত আছে, একবার তিনি দুই ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা তীরন্দাজি করছিল। তখন একজন আরেকজনকে বলল-

أَسَبْتَ.

অর্থাৎ ص -এর পরিবর্তে س উচ্চারণ করল। তখন উমর রা. বললেন-

سُوءُ اللَّحْنِ أَشَدُّ مِنْ سُوءِ الرَّمْيِ.

উচ্চারণের ভুল তীর নিক্ষেপের ভুলের চেয়ে মারাত্মক।[৫]

৪. কিতাবের ইবারত সহীহভাবে পড়া। এক্ষেত্রে অনেকে প্রকাশকের দেয়া হরকতের উপর নির্ভর করে। এর অনেক ক্ষতি। প্রথমত এর দ্বারা প্রাথমিক স্তরের তালিবে ইলমদের ইসতিদাদ তৈরিতে ব্যাঘাত ঘটে। দ্বিতীয়ত অধিকাংশ প্রকাশকই এ বিষয়ে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেন না। যেনতেনভাবে হরকত ও আলামাতুত তারকীম (যতি-চিহ্ন) বসিয়ে দেন। ফলে তাদের দেয়া হরকত ও আলামাতুত তারকীমের উপর নির্ভর করলে অনেক সময় মারাত্মক বিভ্রান্তিতে পড়তে হয়।
কিছু শব্দ এমন থাকে, যেগুলো লেখার ধরন একই। যেমন-

تعلم এটা। تَعْلَمُ، تَعَلَّمَ، تُعَلِّمُ ، تُعْلِم ُ

সবই হতে পারে। কিন্তু এখানে কোন্টা হবে, তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা চাই। হাদীসে আছে-

نَهَى عَنِ الْحِلَقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ.

ح-এ কাসরা এবং ل-এ ফাতহা। حَلْقَةٌ-এর বহুবচন। কিন্তু একজন পড়েছেন الْحَلْق। ح-এ ফাতহা এবং ل-এ সুকূন। ফলে হাদীসের যে ভুল অর্থ তিনি বুঝেছিলেন তাতে মনে করতেন, জুমার দিন জুমার নামাযের আগে মাথা হলক করা নিষেধ! চল্লিশ বছর পর তার এই ভুল ভাঙে।[৬]
তালিবে ইলমের সামনে মতনের মু'আঁরা (معرّى) নুসখা থাকবে, যাতে হরকত-ইরাব কিছুই থাকে না; এমনকি আলামাতুত তারকীমও (যতি-চিহ্ন) থাকে না। এমন নুসখাতে কিতাব পড়াটাই এক যবরদস্ত তামরীন এবং ইজরা, যা ইস্তিদাদ পয়দা হওয়ার জন্য অনেক মুফীদ।
৫. এরপর কাজ হল, ইবারত পড়ে যা বুঝে আসল তা যাচাই করা এবং ইবারতের সহীহ মাফহুম নিশ্চিত করা। তার জন্য যেসব বিষয় লক্ষ রাখা জরুরি সেগুলো যতেœর সঙ্গে লক্ষ রাখা।
৬. তারপর বিষয়টি ভালোভাবে আত্মস্থ করা; যাতে প্রয়োজনের সময় তা যথাযথভাবে উদ্ধৃত করতে পারে। কখনো কোথাও সন্দেহ হলে অলসতা না করে তৎক্ষণাৎ মুরাজাআত করা এবং দেখে নিশ্চিত হয়ে নেয়া।

৭. লেখার ক্ষেত্রে শব্দের বানান ও বাক্যের গঠন যেন বিশুদ্ধ হয় সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ রাখা। হাতের লেখা নির্ভুল সুন্দর ও স্পষ্ট হওয়া কাম্য। এগুলো ইতকানের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র।

৮. পরিষ্কার ভাষায় কথা বলবে। কথায় কোনো প্যাঁচ বা অস্পষ্টতা রাখবে না।

৯. উস্তায বা মুরব্বী কেউ কোনো আদেশ করলে প্রথমে তা মনোযোগ দিয়ে শুনবে। কোনো অস্পষ্টতা বা সন্দেহ থাকলে তখনই জিজ্ঞেস করে নেবে। অনেকে কথা ভালোমত না শুনে না বুঝে কেবল ইজতিহাদ করে কাজ করে। এতে অনেক সময় ভুল হয়।

১০. কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে যেটুকু জানা আছে সেটুকুই সাফ ভাষায় বলে দেবে। আন্দাজ করে বাড়িয়ে কিছু বলবে না। একবার হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রাহ. এক ছাত্রকে জিজ্ঞেস করলেন, অমুক আছে কি না? সে বলল, ঘুমাচ্ছে। পরে জানা গেল, আসলে সে তার কামরায় সজাগই ছিল। তখন থানভী রাহ. সেই ছাত্রটিকে সতর্ক করলেন। বললেন, ধারণা করা বিষয়কে নিশ্চিত মনে করা ভুল। যদি তুমি নিজে সেটাকে নিশ্চিত না মনে কর তাহলে সেটা যে তোমার ধারণা মাত্র, তা শ্রোতার সামনে প্রকাশ করে দেয়া উচিত। এভাবে বলতে পার- সম্ভবত ঘুমাচ্ছে। এটাও বললে على سبيل التنزل বলা যেতে পারে। নতুবা আসল উত্তর হল, আমার জানা নেই; দেখে বলব। এরপর দেখে নিশ্চিত হয়ে সঠিক জবাব দেবে।[৭]

১১. মাদরাসা ও বাড়ির সাধারণ কাজগুলোও সুন্দর সুশৃঙ্খল ও পরিপাটিভাবে করার চেষ্টা করা।

১২. নিজের কিতাবাদি ও জিনিসপত্র সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা।

১৩. পোষাক-পরিচ্ছদ ও কাপড়-চোপড় পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি রাখা।

১৪. অমনোযোগিতা পরিহার করা। যা-ই করবে, মনোযোগ দিয়ে করবে।

১৫. কোনো কিছুতে তাড়াহুড়ো না করা। তাড়াহুড়ো করলে ভুল হওয়ার আশংকা বেড়ে যায়। তাসাব্বুত ও ইতকানের ভিত্তি হল, হিল্ম ও আনাত- সহনশীলতা ও ধীরস্থিরতা।

১৬. মনে রাখতে হবে, মা'লুমাত মাত্রই ইলম নয়। মা'লুমাতের সঙ্গে চারটি সিফাত যুক্ত হলেই তাকে ইলম বলে-

ক. ظن বা সন্দেহ মুক্ত হওয়া।

খ. إبهام তথা অস্পষ্টতা মুক্ত হওয়া।

গ. نقص বা অসম্পূর্ণতা না থাকা।

ঘ. দলীল নির্ভর হওয়া। অর্থাৎ كذب ও خطأ মুক্ত হওয়া।
সুতরাং আমার মা'লুমাতের মধ্যে যতক্ষণ পর্যন্ত এই চার সিফাত হাসিল না হচ্ছে, আমাকে মেহনত চালিয়ে যেতে হবে। এই চার সিফাত হাসিল হলে তবেই সেটা ইলম হবে।
তাসাব্বুত ও ইতকানের অনেক বড় ক্ষেত্র কথা, সেইসঙ্গে লেখা। সেজন্য কিছু বলা বা লেখার আগে চিন্তা করতে হবে, তা সঠিক কি না? এতে আপত্তির কিছু আছে কি না? ইমাম নববী রাহ. 'রিয়াযুস সালিহীন' কিতাবে এক অধ্যায়ের শিরোনাম করেছেন এভাবে-

باب الحثِّ عَلَى التثبُّت فيما يقوله ويحكيه.

অর্থাৎ কোনো কিছু বলা বা বর্ণনার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা। প্রথমে তার শুদ্ধাশুদ্ধি যাচাই করা এবং তা প্রচারে ফায়দার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া। এরপর তা প্রচার করা।
এই অধ্যায়ে তিনি যেসব আয়াত-হাদীস উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে একটি আয়াত এই-

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا.

যে বিষয়ে তোমার নিশ্চিত জ্ঞান নেই (তাকে সত্য মনে করে) তার পেছনে পড়ো না। জেনে রেখ, কান, চোখ ও অন্তর- এর প্রতিটি সম্পর্কে (তোমাদের) জিজ্ঞেস করা হবে। -সূরা ইসরা (১৭) : ৩৬
এটা শরীয়তের অনেক বড় মূলনীতি। যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই, যে বিষয়ে আমার সুস্পষ্ট ধারণা নেই সে বিষয়ে আমার মুখ খোলা বারণ। মুখ খুললে আল্লাহ তাআলার কাছে জবাবদিহি করতে হবে। সেজন্য যাচাই না করে এবং পরিপূর্ণ নিশ্চিত না হয়ে কোনো কথা বলা যাবে না। অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ ধারণা নিয়ে কোনো মন্তব্য করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীস তো আমরা সকলেই জানি-

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

কারো মিথ্যা বলার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে তা-ই বর্ণনা করে।[৮]

এই ধমকি দ্বীনী-দুনিয়াবী উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সেজন্য উভয় ক্ষেত্রেই সতর্কতা জরুরি। তবে বিষয়টা যদি দ্বীনী হয় এবং ইলমে দ্বীন সংশ্লিষ্ট হয় তাহলে আরো বেশি সতর্ক থাকতে হবে। তাসাব্বুত ও ইতকানের পূর্ণ পরিচয় দিতে হবে। পরিপূর্ণ তাহকীক ও যাচাই-বাছাই ছাড়া কোনো হাদীস বর্ণনা করা যাবে না। ঠিকমত না জেনে কোনো মাসআলা বয়ান করা যাবে না এবং কোনো আয়াত বা হাদীসের তরজমা বা ব্যাখ্যা করা যাবে না। এক্ষেত্রে কোনো ধরনের অবহেলা ও অসতর্কতা গ্রহণযোগ্য নয়। এতে অসতর্কতা ও অবহেলা করলে অনেক ক্ষতি। এক ক্ষতি তো গোনাহের ক্ষতি। আরেক ক্ষতি হল, এরূপ ব্যক্তির প্রতি আস্থা থাকে না। তার নির্ভরযোগ্যতা হারিয়ে যায়। তার পক্ষে আর মুকতাদা ও অনুসরণীয় আলেম হওয়া সম্ভব নয়। কারণ ইলমী মহলে তার কোনো গ্রহণযোগ্যতা থাকে না।

ইমাম মালেক রাহ., যার ফাযায়িল ও মানাকিব এক কথায় প্রকাশ করতে গিয়ে হাফেয ইবনে হাজার রাহ. যে শব্দ ব্যবহার করেছেন তা এই-

رأس المتقنين وكبير المتثبتين.

মুতকিনদের প্রধান এবং তাসাব্বুত অবলম্বনকারীদের সরদার। [৯]

-তিনি বলেন-

اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ يَسْلَمُ رَجُلٌ حَدَّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ، وَلاَ يَكُونُ إِمَامًا أَبَدًا وَهُوَ يُحَدِّثُ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

মনে রেখ, যে ব্যক্তি যা-ই শোনে তা-ই বর্ণনা করে, সে (ভুল থেকে) নিরাপদ থাকতে পারে না। আর যার স¦ভাব এরকম, সে কখনো ইমাম (অনুসরণীয়) হতে পারে না।[১০]

সুতরাং নিজের ইলমকে মজবুত করতে হলে এবং ইলমী অঙ্গনে নিজের ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে তাসাব্বুত ও ইতকান ছাড়া কোনো উপায় নেই। আমাদের সালাফ ও মহান পূর্বসূরিগণ যেসব বিষয়ের কারণে অনুসরণীয় হয়েছেন এবং আজ অবধি উম্মাহ্র শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও আস্থার আসনে অধিষ্ঠিত আছেন তার মধ্যে এ দুটি গুণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সালাফের তাসাব্বুত ও ইতকানের দু-তিনটি নমুনা এখানে পেশ করছি-

১. ইমাম আযম আবু হানীফা (১৫০ হি.) রাহ.। তাঁর সম্পর্কে ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীন (২৩৩ হি.) রাহ. বলেন-

كان أبو حنيفة ثقة لا يحدث بالحديث إلا ما يحفظ ولا يحدث بما لا يحفظ.

আবু হানীফা রাহ. নির্ভরযোগ্য মানুষ ছিলেন। তিনি কেবল সেই হাদীস বর্ণনা করতেন, যেটা তার মুখস্থ ছিল। আর যেটা মুখস্থ ছিল না সেটা বর্ণনা করতেন না। [১১]-
এখান থেকে আমরা অন্তত এটুকু গ্রহণ করতে পারি- যে বিষয়টা আমি ভালোভাবে আত্মস্থ করেছি বা যথাযথ বুঝেছি, কেবল সেই বিষয়টাই বর্ণনা করব। আর যেটা আত্মস্থ হয়নি এবং যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম হয়নি সেটা বলব না। কোনো হাদীস বা মাসআলা বর্ণনার ক্ষেত্রে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করব।
২. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (২৪১ হি.) রাহ.। একবার তাঁকে 'গরীবুল হাদীস' (হাদীসে বর্ণিত স্বল্প ব্যবহৃত শব্দ)-এর কোনো কিছু জিজ্ঞেস করা হল। তখন তিনি বললেন-

سَلُوا بعضَ أَصْحَابِ الْغَرِيب، فَإِنِّي أكره أَن أَتكَلّم فِي قَول رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِالظَّنِّ فأخطأ.

'গরীবুল হাদীস' সম্পর্কে যারা অভিজ্ঞ তাদের কাউকে জিজ্ঞেস কর। কারণ আমি এটা অপছন্দ করি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী সম্পর্কে আমি ধারণা করে বলব আর ভুল করব। [১২]-
দেখুন, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহ. হলেন হাদীস এবং ফিকহ উভয় শাস্ত্রের ইমাম। এর পরও 'গরীবুল হাদীসের' বিষয়ে তিনি কী সতর্কতা অবলম্বন করলেন! এখান থেকে আমরা কয়েকটি বিষয় শিখতে পারি-
ক. যে বিষয়ে বা যে শাস্ত্রে আমার জানাশোনা নেই, অভিজ্ঞতা নেই সে বিষয়ে আমি দখল দেব না। স্পষ্ট জানিয়ে দেব, এ বিষয়ে আমি জানি না। আর এতে লজ্জার কিছু নেই।
খ. প্রয়োজনে আহলে ফন ও শাস্ত্রজ্ঞদের শরণাপন্ন হব।
গ. অনেক ক্ষেত্রে না জানাটা অন্যায় নয়। তবে না জানার পরও যদি আন্দাজে বলি আর ভুল হয়, সেটা মারাত্মক অন্যায়। বিশেষত যদি সেটা কুরআন-হাদীস ও দ্বীন-শরীয়ত সম্পর্কিত হয়।

৩. ইমাম বাক্কার ইবনে কুতায়বা (২৯০ হি.) রাহ.। ইমাম তহাবী (৩২১ হি.) রাহ.-এর খাস উস্তায। তিনি ইমাম শাফেয়ী (২০৪ হি.) রাহ.-এর শাগরিদ ইমাম মুযানী (২৬৪ হি.) রাহ.-এর কিতাব 'আলমুখতাসারুল কাবীরে' দেখলেন, তাতে কিছু মাসআলায় ইমাম শাফেয়ী রাহ.-এর বক্তব্যকে সমর্থন করে ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর মতামতগুলোকে খ-ন করা হয়েছে। সেজন্য তিনি ইমাম শাফেয়ী রাহ.-এর বক্তব্যগুলো খ-ন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। ইমাম মুযানী রাহ. তখনো জীবিত। বাক্কার ইবনে কুতায়বা রাহ. দুই ব্যক্তিকে ইমাম মুযানীর কাছে পাঠালেন আর বললেন, তোমরা মুযানীর কাছে যাও এবং তাঁকে জিজ্ঞেস কর, এই কিতাবে যেসব মাসআলা আছে সেগুলো ইমাম শাফেয়ীর বক্তব্য কি না? তারা গেল এবং মুযানী রাহ.-এর কাছে পুরো 'মুখতাসার' কিতাবটি শুনল। এরপর জিজ্ঞেস করল, আপনি কি ইমাম শাফেয়ীকে এসব মাসআলা বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হাঁ। ফিরে এসে তারা বাক্কার রাহ.-কে সব জানাল। তখন তিনি বললেন-

الآن استقام لنا أن نقول : "قال الشافعي".

এখন আমাদের জন্য এটা বলা ঠিক হবে যে, ইমাম শাফেয়ী এই কথা বলেছেন। [১৩]-কারো বক্তব্য উদ্ধৃত করার ক্ষেত্রে কতটা সতর্কতা দরকার, এই ঘটনা থেকে আমরা তা শিখতে পারি। এ ব্যাপারে আমাদের মধ্যে অনেক অবহেলা। আমরা তথ্য যথাযথভাবে যাচাই করি না। যাচাই না করেই বলে ফেলি, অমুক এই কথা বলেছে; এরপর তার রদ শুরু করে দিই। এটা যেমন তাসাব্বুত ও ইতকানের খেলাফ, তেমনি আমানতেরও খেলাফ। বিশেষত যখন কোনো বাতিলপন্থী লোক বা দলের খ-ন করা হয় তখন তো আরো বেশি সতর্ক থাকা জরুরি। নতুবা দেখা যাবে, আমি তো আটকা পড়বই, উপরন্তু আমার কারণে পুরো আহলে হকের বদনাম হবে এবং হকের দিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সেজন্য এক্ষেত্রে উদাসীনতা ও অসতর্কতা একদম অনুচিত।

আপাতত এ তিনটি উদাহরণ পেশ করা হল। এ ধরনের অসংখ্য উদাহরণ সালাফের জীবনীতে রয়েছে। অতএব আমরা যদি নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে চাই এবং দ্বীনের আস্থাবান খাদিমদের অন্তর্ভুক্ত হতে চাই, আমাদেরকে সালাফেরই অনুসরণ করতে হবে। সালাফের পথেই আমাদের অগ্রসর হতে হবে। এর বাইরে অন্য কোনো পথ নেই।

তাসাব্বুত ও ইতকান এক দিনে অর্জিত হয় না। এর জন্য মেহনত করতে হয়। অনুশীলন চালিয়ে যেতে হয়। এরপর ধীরে ধীরে আল্লাহর মেহেরবানীতে একসময় তা অভ্যাসে পরিণত হয়। তখন বলা যাবে, এই ব্যক্তি মুতকিন, মুতাসাব্বিত। এক-দুবারের কাজ দিয়ে তাসাব্বুত ও ইতকান সাব্যস্ত হয় না।

কতটুকু জ্ঞান অর্জন করা ফরজ:

আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন পরিচালনার জন্য প্রত্যেক মুসলমানের ওপর প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করা ফরজ।

হাদিসে এসেছে, 'প্রতিটি মুসলমানের ওপর ইলম শিক্ষা করা ফরজ।'[১৪]। প্রতিটি নর-নারীর ওপর জরুরি দ্বীনি ইলম শিক্ষা করা ফরজ। এর মধ্যে রয়েছে অজু, গোসল, নামাজ-রোজার ইলম। যার নেসাব পরিমাণ মাল আছে, তার জন্য জাকাতের ইলম শিক্ষা করাও ফরজ। যার ওপর হজ ফরজ তার হজের বিধানাবলি জানা ফরজ।

ব্যবসায়ীর জন্য ব্যবসা সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন করা ফরজ। যেন লেনদেনে নিষিদ্ধ ও হারাম বিষয় থেকে বেঁচে থাকতে পারে। এমনিভাবে প্রতিটি পেশাজীবীর জন্য তার পেশা সংক্রান্ত শরয়ি ইলম শিক্ষা করা ফরজ।

ইসলামের মৌলিক ৫ স্তম্ভের ইলম অর্জন করা, ইখলাস সংক্রান্ত ইলম অর্জন করাও ফরজ। কারণ ইখলাসের ওপর আমল কবুল হওয়া নির্ভরশীল। হালাল ও হারাম সংক্রান্ত ইলম, লৌকিকতা তথা রিয়া সম্পর্কে জানাও জরুরি। কারণ রিয়ার কারণে মানুষ আমলের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়। হিংসা ও অহঙ্কার সংক্রান্ত বিধিবিধান জানাও আবশ্যক। কারণ এ দুটি আমলকে ধ্বংস করে দেয়, যেমন আগুন কাষ্ঠখণ্ড পুড়িয়ে দেয়। যে ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয় বা বিবাহ-শাদি করতে চায়, তার জন্য ক্রয়-বিক্রয় ও বিবাহ সংক্রান্ত হুকুম জানাও ফরজ।

হারাম ও কুফরি বাক্যাবলি সম্পর্কিত ইলম থাকাও ফরজ। ইমাম ইবনে আবেদিন শামি (রহ.) বলেন, আমার জীবনের কসম! হারাম ও কুফরি বাক্য সম্পর্কিত ইলম বর্তমান

সময়ের জন্য সবচেয়ে বেশি জরুরি। কারণ অনেক মানুষ কুফরি কথা বলে তাদের অজ্ঞাতেই। এ কারণেই জাহেল লোকদের জন্য প্রতিদিন তার ঈমানকে নবায়ন করা উচিত। আর দুজন সাক্ষীর সামনে প্রতি এক-দুই মাস অন্তর বিয়ে দোহরিয়ে নেওয়া উচিত। এমন কুফরি বক্তব্য পুরুষদের থেকে কম হলেও নারীদের থেকে অনেক হয়ে থাকে।[১৫]

ইমাম গাজালি (রহ.) বলেন, তিন প্রকার ইলম শিক্ষা করা ফরজ- ১. ইলমুত তাওহিদ, ২. ইলমুসি সির এবং ৩. ইলমুশ শরিয়াহ। অর্থাৎ এতটুকু জ্ঞান রাখা তওহিদ সম্পর্কে, যা দ্বীনের মূলের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে এ জ্ঞান রাখা যে, তিনি জীবিত, সব কিছুর ওপর ক্ষমতাশালী, সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী, তাঁর কোনো শরিক নেই, সব গুণে গুণান্বিত, মাখলুকের সিফাত থেকে পবিত্র। হযরত মোহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রাসূল।

দ্বিতীয় বিষয়, ইলমুস সির দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- অন্তরকে নিষিদ্ধ বিষয় থেকে পবিত্র করা এবং কাম্য বস্তু দিয়ে ভরপুর করা। ইখলাস, নিয়ত, আমলের হিফাজত ইত্যাদি। আর ইলমুশ শরিয়ত বলতে উদ্দেশ্য হলো- ব্যক্তির জন্য যা কিছু আদায় করা ফরজ সে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করাও ফরজ।[১৬]

অতএব আমাদের পার্থিব জীবনকে সুন্দর, শান্তিপূর্ণ ও শরিয়তসম্মতভাবে পরিচালনার ফরজ পরিমাণ জ্ঞানার্জন করতে হবে ও শিখতে হবে এবং সে অনুযায়ী আমল করতে হবে।

কেন কুরআন শিখব

কুরআন শিক্ষা করা ফরজ আর যেহেতু কুরআন তিলাওয়াত ছাড়া নামাজ হয় না তাই এ দুটি কারণই সবার জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিৎ।

কুরআন না পড়ার জন্য কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা মানুষকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করেবন। বান্দা বলবে হে আমার রব! আমি তো চক্ষুসমান ছিলাম।

আল্লাহ তায়ালা বলবেন, তোমার কাছে আমার আয়াতসমূহ এসেছিল, অতঃপর তুমি সেগুলো ভুলে ছিলে। তেমনিভাবে আজ তোমাকে ভুলে যাব।" (সূরা ত্বহা ১২৪-১২৬)

কুরআনের বানীঃ

- পড়ুন আপনার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন"। সূরা আলাক ১
- "(আদেশ করা হয়েছে) আমি যেন কুরআন তিলাওয়াত করি"। *সূরা নামল ৯২*
- "আর কোরআন পাঠ করুন সুবিন্যস্ত ভাবে ও স্পষ্টভাবে"। *সূরা মুযযাম্মিল ৪*
- "আপনার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব পাঠ করুন এবং নামায কায়েম করুন"। *সূরা কাহফ*
- "কুরআন বিশ্বাসীদের জন্য ঔষধ ও রহমত স্বরূপ"। *সূরা বানী ঈসরাইল ৮২*
- "কসম (তাদের) যারা কিতাব তিলাওয়াত করে"। *সূরা সফফাত ৩*
- "আমি আপনাকে পাঠ করাতে থাকব, ফলে আপনি বিস্মৃত হবেন না"। *সূরা আ'লা ৬*

হাদিসের বানীঃ

- সূরা বাকারা ও সূরা ইমরান কিয়ামতের ময়দানে উপস্থিত থাকবে এবং পাঠকারীর পক্ষ থেকে আল্লাহর তায়ালার সাথে বাদানুবাদ করবে। [১৭]
- সূরা মূলক, পাঠকারীর জন্য সুপারিশ করলে তাকে মাফ করে দেয়া হবে। [১৮] কুরআন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ঐসব ফেরেস্তাদের সাথে থাকবে যারা আল্লাহর অনুগত, মর্যাদাবান এবং লেখক। [১৯]
- সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে কুরআন শিক্ষা করে ও অন্যকে শিক্ষা দেয়। *(সহীহ বুখারী)*

- রমজান মাসের প্রতি রাতেই জিবরাঈল (আঃ) নবী (সা:) কে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাতেন। /২০]
- আল্লাহর কিতাব থেকে দুটি আয়াত শিক্ষা করলে উঁচু কুঁজবিশিষ্ট উজ্জল বর্ণের সুন্দর দুটি উটনীর চেয়েও উত্তম। [২১]
- যে যত বেশী আয়াত জানবে জান্নাতে তার মর্যাদা ও বাসস্থান তত উচ্চে হবে। [২২]
- কুরআন হয় মানুষের পক্ষে শাফায়াত করবে অথবা বিপক্ষে। [২৩] সুতরাং কুরআন শিক্ষা করা এবং রাতে, দিনে, ঘরে, বাইরে, ভ্রমণরত অবস্থার বিভিন্ন সময় কুরআন পাঠ করতে থাকা খুবই জরুরী। আর দসহীহভাবে অর্থ বুঝে পড়ার জন্য কুরআন শিক্ষা করা এবং প্রতিদিন চর্চারত থাকা দরকার। হাদীসে বলা হয়েছে “একদল লোক কুরআন পাঠ করে, অথচ তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করে না। [২৪] ।

ভাল পড়তে পারেন না, ভুল হয়ে যেতে পারে এই আশংকায় পড়া বাদ দেয়া ঠিক হবে না, কারণ যে ব্যক্তি তার জন্য কঠোর ও কষ্টকর হওয়া সত্ত্বেও কুরআন পাঠ করে তার জন্য দু’টি পুরস্কার। [২৫]

তাই যারা বয়স্ক তাদের মন ছোট না করে শিখার চেষ্টা করা উচিত,আল্লাহর নিকট দুআ করা উচিত যেন আল্লাহ মৃত্যুর আগে তার কুরআন টা সহীহ ভাবে পড়ার তৌফিক দান করেন।পাশাপাশি আশেপাশে সবার উচিত যেন আমরা আমাদের নিজের পাশাপাশি বয়স্কদের ফিকির করি কারন তারা যদি আমাদের কথায় উৎসাহ পায়,আগ্রহ বাড়ে শিখার এবং আল্লাহর রহমতে তারা সহীহ করে কুরআান শিখতে পারে তাহলে আল্লাহ চাইলে তার সমান সওয়াব ইনশাআল্লাহ আমরাও পাবো।নিশ্চয়ই ভালো কাজের প্রতিদান আল্লাহ দিবেন।

বয়স্কদের জন্যও দ্বীন শেখা ফরজ:

ইসলাম ধর্মের একটি শ্রেষ্ঠত্ব হলো, এর সূচনা হয়েছিল শিক্ষার সহযাত্রায়। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ প্রথম প্রত্যাদেশ ছিল, ‘ইকরা’ বা তুমি পড়ো। জ্ঞানার্জনের এই আদেশ প্রতিটি মুসলমানের জন্য প্রযোজ্য। ইসলাম প্রতিটি মুসলমানের জন্য দ্বিনি শিক্ষা অর্জন করা ফরজ করেছে।

বয়স্করাও এই নির্দেশের বাইরে নয়। কেননা রাসুলুল্লাহ (সা.) কোনো ধরনের পার্থক্য না করেই বলেছেন, প্রত্যেক মুসলমানের জন্য দ্বীন শিক্ষা অর্জন করা ফরজ।[26]

বয়স্করা কেন দ্বীন ও কুরআন শিখবে

দ্বীনি শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য আল্লাহর নির্দেশ ও শরিয়তের বিধি-বিধান নির্ভুলভাবে পালন করা। এই প্রয়োজন বয়স্কদের সবচেয়ে বেশি। কেননা তাদের পক্ষে এই আত্মপ্রবঞ্চনায় ভোগারও সুযোগ নেই যে পরে শিখে নেব, বরং তারা ভাববে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো আমি নির্ভুলভাবেই ইবাদত করব। আর এটাই আমার জীবনের মূল উদ্দেশ্য।

মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি জিন ও মানুষকে এ জন্য সৃষ্টি করেছি যে তারা আমারই ইবাদত করবে।' (সুরা : জারিয়াত, আয়াত : ৫৬)
জ্ঞানের মর্যাদা বয়স্কদের জন্যও।কোরআন ও হাদিসে জ্ঞানার্জনের যেসব মর্যাদা বর্ণানা করা হয়েছে তাতে বয়সের কোনো তারতম্য করা হয়নি।
মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন বহুগুণ।' (সুরা : মুজাদালাহ, আয়াত ১১)

দ্বীন শিক্ষা আল্লাহ হুকুম, বয়স বাধা নয়ঃ
পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম মাদরাসা বা ধর্মীয় শিক্ষালয়ের নাম দারুল আরকাম। এই মাদরাসার শিক্ষক ছিলেন মহানবী (সা.) এবং শিক্ষার্থী ছিলেন সাহাবায়ে কিরাম (রা.), যাঁদের বেশির ভাগই ছিলেন বয়স্ক। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে পাঠ গ্রহণ করে যেসব সাহাবি সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে সমাসীন হয়েছেন, তাঁদের বেশির ভাগই ছিলেন বয়স্ক। যেমন—আবু বকর (রা.), ওমর (রা.), আবু জর (রা.), আবু দারদা (রা.) প্রমুখ।

ইমাম বুখারি (রহ.) সেদিকে ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন, ‘বয়স বেশি হওয়ার পরও ইলম শিক্ষা করো। কেননা সাহাবিরা (অধিকাংশ) বয়স বেশি হওয়ার পরই দ্বিনি শিক্ষা গ্রহণ করেছেন।’[২৭]

জ্ঞান জীবনের মতোই অপরিহার্য। মুসলিম মনীষীরা জ্ঞানকে জীবনের মতোই মূল্যবান মনে করতেন। ফলে তাঁরা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জ্ঞানচর্চায় লিপ্ত থাকতেন। যেমন—আবু আমর ইবনুল আলা (রহ.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, বৃদ্ধ বয়সে ইলম শিক্ষা করা কি উত্তম কাজ? তিনি উত্তরে বলেন, বেঁচে থাকা যদি তার জন্য উত্তম হয় তাহলে ইলম অর্জন করা কেন উত্তম হবে না?[২৮]

বয়স্কদের দ্বীন ও কুরআন শেখার সহজ উপায়ঃ

আলহামদুলিল্লাহ, বর্তমানে বয়স্ক মানুষের দ্বিন শেখার নানা সহজলভ্য উপায় রয়েছে। যেমন—

১. কোরআন শিক্ষার আসর : এখন দেশের বহু মসজিদে বয়স্কদের জন্য কোরআন শিক্ষার আসর অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ দিন থেকে তিন মাস পর্যন্ত মেয়াদি এসব মসজিদভিত্তিক কোর্সে বিশুদ্ধ তিলাওয়াতের পাশাপাশি জরুরি মাসয়ালা, দোয়া ও হাদিস শেখানো হয়।

২. আলেমদের সান্নিধ্য : হক্কানি পীর ও আল্লাহভীরু আলেমদের সান্নিধ্য বয়স্ক লোকদের দ্বিন শেখার সহজ উপায় হতে পারে। বয়স্ক লোকেরা তাদের কাছ থেকে অজানা বিষয়গুলো জেনে নেবে।

৩. বই-পুস্তক পড়া : বিশুদ্ধ চিন্তার অধিকারী আলেম ও বুজুর্গদের বই মানুষের জীবন পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তবে শর্ত হলো, কোন বই পড়বে তা আলেমদের সঙ্গে পরামর্শ করে নেওয়া উত্তম।

৪. মজলিসে অংশ নেওয়া : বয়স্ক মানুষ হক্কানি আলেমদের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত দ্বীনি মজলিসগুলোতেও অংশ নিতে পারে। এতে অল্প সময়ে অধিক জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হয়।

তথ্যসূত্র

[১] ফাজ, ব্রুস (৭ এপ্রিল ২০১১)। *Qur'anic Hermeneutics: Al-Tabrisi and the Craft of Commentary (রুটলেজ স্ট্যাডীজ ইন দ্য কুরআন)* (ইংরেজি ভাষায়)। রুটলেজ। পৃষ্ঠা ৬০। আইএসবিএন 0415782007।

[২] "এলেম - শব্দের বাংলা অর্থ"। *english-bangla.com*। ২০১৯-০২-১০ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০২০-০৬-০২।

[৩]বড়দের দ্বীনী শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা,মাওলানা শাহাদাত সাকিব ,মাসিক আল কাউসার,সংখ্যা ৫,বর্ষ ১৬।

[৪] -মুসনাদে আবু ইয়ালা, খ. ০৪, পৃ. ২৫৩, হাদীস ৪৩৬৯; শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, খ. ০৭, পৃ. ২৩৪, হাদীস ৪৯৩১

[৫]-আলআদাবুল মুফরাদ, বর্ণনা ৮৮১

[৬]ঘটনাটি শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামা হাফিযাহুল্লাহ 'মাআলিমু ইরশাদিয়্যা' কিতাবে (পৃ. ৩৩১) উল্লেখ করেছেন ইমাম খাত্তাবীর 'মাআলিমুস সুনান'-এর বরাতে।

[৭](আদাবুল মুআশারাত, পৃ. ২৩-২৪)

[৮] মুকাদ্দিমা, সহীহ মুসলিম, হাদীস ০৫

[৯] তাকরীবুত তাহযীব, জীবনী ৬৪২৫

[১০] মুকাদ্দিমা, সহীহ মুসলিম, বর্ণনা ১১

[১১]তারীখে বাগদাদ, খতীব বাগদাদী, খ. ১৩, পৃ. ৪৪৯

[১২] আলইলাল ওয়া মা'রিফাতুর রিজাল, ইমাম আহমাদ, বর্ণনা ৪১৩ (মায়মুনীর বর্ণনা)

[১৩] রফয়ুল ইস্র আন কুযাতি মিস্র, ইবনে হাজার আসকালানী, পৃ. ১০৫ ; আততা'লীকুল কওয়ীম আলা মুকাদ্দিমাতি কিতাবিত তা'লীম, মুহাম্মাদ আবদুর রশীদ নুমানী, পৃ. ২১-২২

[১৪](ইবনে মাজা : ২২৪)

[১৫](ফাতাওয়া শামি : ১/১২৬)

[১৬](মিনহাজুল আবেদিন ইলা জান্নাতি রাব্বিল আলামিন, ইমাম গাযালি : ৪৮-৪৯)

[১৭](জামে তিরমিজি ২৮৮৩)

[১৮](জামে তিরমিজি ২৮৯১)

[১৯](সহিহ মুসলিম ১৭৩৫, ১৭৪৭)

[২০]*(সহীহ বুখারী ১৯০২, ৩২২০)*

[২১]*(আবু দাউদ ১৪৫৬)*

[২২]*(আবু দাউদ ১৪৬৪)*

[২৩](সহিহ মুসলিম ৪২৭)

[২৪] (সহিহ মুসলিম ১৭৮১)

[২৫](সহিহ মুসলিম ১৭৩৫, ১৭৪৮)

[2৬] (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস : ২২৪)

[২৭] (সহিহ বুখারি, পৃষ্ঠা ৩৯)

[২৮](আল ফকিহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ : ২/১৬৭)